প্রশ্ন-১৩৭। ব্রিটিশ সংবিধানের বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কর ।

[Discuss the main characteristics of the British Constitution.]

উত্তর : ব্রিটিশ সংবিধানের বৈশিষ্ট্যসমূহ : বর্তমান বিশ্বে ব্রিটিশ সংবিধান এক অভিনব ও বৈচিত্র্যপূর্ণ স্থান দখল করে রেখেছে। এই 'সংবিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ :

প্রথমত, ব্রিটিশ সংবিধান মূলত অলিখিত। অন্যান্য দেশের ন্যায় সংবিধান হিসেবে কোনো নির্দিষ্ট দলিল এদেশে নাই। তাই অনেকে এ সম্পর্কে সমালোচনা করেছেন। ব্রিটিশ সংবিধান সম্পর্কে টমাস পেইন বলেন, "যা দেখা যায় না এবং যা উপস্থাপিত করা যায় না তাকে কখনো সংবিধান বলা যায় না।" টকভিলও বলেছেন, "ব্রিটিশ সংবিধানের কোনো অস্তিত্ব নাই।" সংবিধান অলিখিত হলেও কতিপয় লিখিত দলিল, যেমন, ম্যাগনা কার্টা, বিল অব রাইটস, এ্যাক্ট অব সেটেলমেন্ট, হেবিয়াস কর্পাস এ্যাক্ট ইত্যাদির উপর নির্ভরশীল। সুতরাং বলা যায় যে, ব্রিটিশ সংবিধান লিখিত আকারে না থাকলেও তা সম্পূর্ণ অলিখিতও নয়।

দ্বিতীয়ত, ব্রিটিশ সংবিধান নমনীয় বা সুপরিবর্তনীয়। প্রয়োজনে সাধারণ আইনের ন্যায় একে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা যায়। তাই বলে অতি সহজে এবং যে কোনো সময়েই একে পরিবর্তন করা যায় না। তাই অধ্যাপক লাস্কি বলেন যে, ইংল্যান্ডের সংবিধানে কোনো আইন পরিবর্তন করতে হলে কমপক্ষে ২৫ বছর অপেক্ষা করতে হয়। কাজেই নমনীয় হিসেবে পরিচিত হলেও এই সংবিধান প্রকৃতপক্ষে অনমনীয়ও বটে।

তৃতীয়ত, ব্রিটিশ সংবিধান একটি এককেন্দ্রিক সংবিধান। আমেরিকা বা কানাডার সংবিধানের মতো ইহা যুক্তরাষ্ট্রীয় নয়। এই সংবিধান মোতাবেক রাজা বা রাণী ও পার্লামেন্টই শাসনতান্ত্রিক প্রধান। সুতরাং কেন্দ্রীয় সরকার এ দেশের শাসনকার্য পরিচালনা করে থাকে।

চতুর্থত, ইংল্যান্ডের শাসনতন্ত্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর ধারাবাহিকতা ও পরিবর্তনশীলতা। যুগ যুগ ধরে বিবর্তনের মাধ্যমে ব্রিটিশ সংবিধান গড়ে উঠেছে। তাই ডাইসী বলেছেন যে, ব্রিটিশ সংবিধান সৃষ্টি করা হয় নাই, ইহা গড়ে উঠেছে।

পঞ্চমত, ব্রিটিশ সংবিধানের সবচেয়ে প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি। ইংল্যান্ডের শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতিগুলিকে প্রধানত তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়। (১) রাজতন্ত্র ও ক্যাবিনেট সম্পর্কিত রীতিনীতি । (২) পার্লামেন্টের অভ্যন্তরীণ কার্যপদ্ধতি সম্পর্কিত রীতিনীতি। (৩) ব্রিটিশ কমনওয়েলথ সম্পর্কিত রীতিনীতি

ষষ্ঠত, ব্রিটিশ সাংবিধানিক আইনের অপর এক অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো পার্লামেন্টারী শাসন ব্যবস্থা ।

পার্লামেন্টারী শাসন ব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্য হলো নিয়মতান্ত্রিক ও প্রকৃত শাসন এবং আইনসভার নিকট প্রশাসনের দায়িত্বশীলতা। ইংল্যান্ডের রাজা বা রাণী নিয়মতান্ত্রিক শাসকের ভূমিকা পালন করে থাকেন এবং মন্ত্রিগণ প্রকৃত শাসকের দায়িত্ব পালন করে থাকেন। মন্ত্রিগণ পার্লামেন্টের নিকট দায়ী থাকেন এবং পার্লামেন্টের সদস্যগণ জনগণের প্রতিনিধিত্ব করেন। পার্লামেন্টের নিকট দায়িত্বশীলতার অর্থ হচ্ছে জনগণের নিকট দায়িত্বশীলতা।

সপ্তমত, ব্রিটিশ সাংবিধানিক আইনের অপর এক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সর্বক্ষেত্রে প্রাধান্য পেয়ে থাকে। এই পার্লামেন্ট যে কোনো আইন প্রণয়ন, পরিবর্তন বা বাতিল করতে পারে। পার্লামেন্টের প্রণীত আইন কোনো আদালত বাতিল করতে পারেন না।

অষ্টমত, ব্রিটিশ সংবিধানে ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতি প্রযোজ্য হয় নাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্বতন্ত্রীকরণ নীতিকে বেশ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। কিন্তু এখানে সরকারের প্রত্যেকটি বিভাগ পারস্পরিক সহযোগিতার চেতনায় অনুপ্রাণিত হয়ে দায়িত্ব পালন করেন।

সর্বোপরি, গণতন্ত্র ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য ব্রিটিশ সংবিধান সমগ্র বিশ্বে নন্দিত হয়েছে। মনেরো (Munro) বলেন, "The British Constitution is the mother of all Constitutions, "

প্রশ্ন-১৮১। “যুক্তরাজ্যের সংবিধান তৈরি করা হয়নি বরং জন্য নিয়েছে”-ব্যাখ্যা কর।

এই সংবিধানের যমজ ভিত্তি কী কী? (জা.বি. ২০১৪)

"The Constitution of the United Kingdom is not made, but it is grown"-Explain. What are the twin pillars of this Constiution?

উত্তর : “যুক্তরাজ্যের সংবিধান তৈরি করা হয়নি বরং জন্ম নিয়েছে আমরা জানি, ব্রিটিশ সংবিধান ইংল্যান্ড, ওয়েলস, স্কটল্যান্ড ও উত্তর আয়ারল্যান্ডের সমন্বয়ে গঠিত একটি ইউনিয়নের জন্য একেন্দ্রিক সংবিধান। ব্রিটিশ সংবিধানে নিজস্ব ধারা পরিলক্ষিত হয়। এই সংবিধান মূলত সংবিধি, নজির কমন ল ও প্রথার সমন্বয়। এই সংবিধানের অন্যতম উৎস হলো বিচার বিভাগীয় নজির। বস্তুত ব্রিটিশ সংবিধান অলিখিত সংবিধান হলেও এর কিছু কিছু অংশ লিখিত আছে। যেমন, ১২১৫ সনের ম্যাগনাকার্টা, ১৬৮৮ সনের বিল অব রাইটস, ১৯১১ সনের পার্লামেন্ট আইন, ১৯১৮ সনের জনপ্রতিনিধিত্ব আইন, ইত্যাদি ।

ব্রিটিশ সংবিধান পৃথিবীর অন্যতম অনুকরণীয় সংবিধান। এটা প্রধানত দেশীয় প্রথা, ঐতিহাসিক রীতিনীতি, অভ্যাস ও প্রাচীন ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। অন্যান্য দেশের সংবিধান পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সংশ্লিষ্ট দেশের সংবিধান যেকোনো সুনির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত হয়েছে কিন্তু সে বিচারে ব্রিটেনের সংবিধান কেউ প্রণয়ন করেনি, বরং এটা ঐতিহাসিক বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠেছে। ইহা ঐতিহাসিক বিষর্তনের ফসল। এই বিষয়ে প্রফেসর মন্টো বলেন, "এটা একটি দলিল নয় বরং হাজার দলিলের সমন্বিত রূপ। এটা একটি বিশেষ উৎস হতে সৃষ্টি হয়নি বরং বহু উৎসের ফলস্বরূপ।"

আমরা জানি, ব্রিটিশ সাংবিধানিক ব্যবস্থায় প্রথার গুরুত্ব অপরিসীম। সংসদের ক্ষমতা, মন্ত্রিসভার ক্ষমতা, রাজা বা রাণীর ক্ষমতা, রাজা বা রাণীর সাথে মন্ত্রিসভার সম্পর্ক, জনগণের প্রতিকার, ইত্যাদি সবকিছু ব্রিটেনের প্রথাগত আইনের উপরই প্রধানত নির্ভর করে। প্রথাগত বিধান ছাড়া ব্রিটেনের সংবিধানের কথা কল্পনা করা যায় না। কারণ এসব প্রথা ব্রিটেনের জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং বহুদিন ধরে তা ব্যবহৃত ও সমাদৃত হয়ে আসছে। এলসনের মতে, “প্রথাগত বিধান ছাড়া ব্রিটেনের সংবিধানকে শুধু চেনা যাবে না এমন নয় বরং অকেজো হয়ে পড়বে।”

ব্রিটেনের রাজা বা রাণী বিভিন্ন ক্ষমতার অধিকারী কিন্তু এসব ক্ষমতা প্রয়োগের প্রদ্ধতি প্রথাগত পদ্ধতি দ্বারা নির্ণীত হয়। সংসদে কোনো আইন পাস হলে রাজা বা রাণী প্রথাগত বিধান অনুসারে তাতে সই দিয়ে আসছেন। সুতরাং সংসদে পাস করা আইনকে তিনি নাকচ করতে পারেন না। ব্রিটিশ সংবিধানে প্রথার উপস্থিতির জন্যই এই সংবিধানকে অলিখিত সংবিধান বলা হয়ে থাকে। জন স্টুয়ার্ট মিল এই জাতীয় প্রথাকে ব্রিটিশ সংবিধানের অলিখিত সূত্র বলে অ্যাখ্যায়িত করেছেন। প্রথা ছাড়া ব্রিটিশ সংবিধানের অস্তিত্ব কল্পনাই করা যায় না। ব্রিটিশ সাংবিধানিক প্রথা সংবিধানের মূল উৎস। শাসন বিভাগীয় কর্মকর্তাগণ, রাজনৈতিক দলের ব্যক্তিগণসহ সকলেই এই প্রথা মানতে বাধ্য থাকেন। রীতিনীতি, দেশাচার, প্রথা, ইত্যাদি বহকাল ধরে আবর্তনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ব্রিটেনের এই প্রথা নজিরে, অভ্যাসে, রীতিনীতিতে, নীতিবাক্যে, নৈতিকতা বোধে পরিস্ফুট হওয়া ব্রিটেনের রাজশক্তি, লর্ডসভা, কমন্সসভা, প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে গভীর সংযোগ, সহযোগিতা ও পারস্পরিক বন্ধনের সেতুকে সুদৃঢ় করতে বিশেষ ভাবে সক্ষম হয়েছে। ব্রিটিশ সাংবিধানিক কাঠোমোতে রেওয়াজের ভূমিকা বর্ণনা করতে গিয়ে অধ্যাপক ডাইসি বলেন, “এই রেওয়াজের মাধ্যমে রাজশক্তির পরমাণুবাধিকার প্রয়োগের বিধিবিধান নির্ধারিত ও নিয়োজিত হয়েছে।” তার পূর্বে জন স্টুয় এইগুলিকে শাসনতন্ত্রের অলিখিত বিধান সব করেন।

ব্রিটিশ সংবিধান সুপরিবর্তনীয় সংবিধান। সাধারণ আইন প্রণয়ন পদ্ধতির মতো সহজে পরিবর্তন করা যায় এবং পরিবর্তনের জন্য বিশেষ কোনো পদ্ধতি অবলম্বনের প্রয়োজন হয় না। ব্রিটিশ সংবিধান একটি অলিখিত সংবিধান এবং সেখানে এমন কোনো দলিল নেই বাকে সংবিধান বলে চিহ্নিত করা যাবে। সেজন্য সংহিতা আকারে লিপিবদ্ধ করা হয়নি। প্রশ্ন হতে পারে, ব্রিটিশ সংবিধান কেন সংহিতা আকারে লিপিবদ্ধ করা হয়নি? বস্তুত ব্রিটিশ সংবিধান অন্যান্য দেশের মতো গণপরিষদত কর্তৃক প্রণীত হয়নি। পর্যালোচনা করলে দেখা যায় পার্লামেন্ট আইন, প্রচলিত প্রথা বা রেওয়াজ ও বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্তের মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে আছে এই সংবিধান। ফলে সত্যই বলা হয়, “যুক্তরাজ্যের সংবিধান তৈরি করা হয়নি বরং জন্য নিয়েছে"।

ব্রিটিশ সংবিধানের যমজ ভিত্তি হলো সংবিধানের প্রাধ্যান্য ও আইনের শাসন।